বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু-এর ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা, রবিবার, ২০ অগ্রহায়ণ ১৪২৩, ০৪ ডিসেম্বর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ,
অফিসারবৃন্দ,
বঙ্গবন্ধু ঘাঁটির এয়ার অধিনায়ক ও সদস্যবৃন্দ এবং
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা বঙ্গবন্ধু ঘাঁটির ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নির্দেশে পরিচালিত দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা।

আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, সম্ভ্রম হারানো দু'লাখ মা-বোনসহ স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী ত্রিশ লাখ বীর শহীদকে। আজ ৪ ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের আজকের এই দিনে ইয়াহিয়া খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অস্ত্র সাহায্য চান এবং ভারতের বিরুদ্ধে পাল্টা যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দাবী করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের বিশেষ সামরিক আদালত বিচারে মৃত্যুদন্ড প্রদান করে।

আমাদের অকুতোভয় মুক্তিসেনারা বঙ্গবন্ধুর আহ্বান মত জল-স্থল-অন্তরীক্ষে পাকিস্তানী বাহিনীকে ধরাশায়ী করে চলে। পাকিস্তানী যুদ্ধ সাবমেরিন গাজী বিধ্বস্ত হয়ে ডুবে যায়। বিমান বাহিনী সিলেট ও মৌলভীবাজার আক্রমণ করে। মিত্র বাহিনী যশোহর ঘেরাও করে।

সুধিমন্ডলী,

আপনারা জানেন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবময় ইতিহাস। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যরা প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণ ছাড়াই শুধুমাত্র একটি এ্যালুয়েট হেলিকপ্টার, একটি ডিসি-৩ ড্যাকোটা ও একটি অটার বিমান নিয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক আকাশযুদ্ধ পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বৈমানিকরাই প্রথম বাংলার আকাশসীমায় প্রবেশ করে শত্রুর স্থাপনার উপর সফল আঘাত হানেন। শুধুমাত্র একটি হেলিকপ্টার ও দু'টি বিমানের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে আমাদের বৈমানিকগণ অসাধারণ দক্ষতার সাথে পঁয়তাল্লিশটিরও বেশী সফল আক্রমণ পরিচালনা করেন। যা আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে। মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনীর সদস্যদের এ সাহসিকতাপূর্ণ অবদান বাঙালি জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

প্রিয় অতিথিবৃন্দ,

বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু একটি ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই ঘাঁটিটি মিত্র বাহিনীর বিমান পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতার নির্দেশে এ ঘাঁটির পুনর্গঠন ও উন্নয়নে গ্রহণ করা হয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। নবগঠিত বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণের জন্য এ ঘাঁটিতে 'ক্যাডেটস ট্রেনিং ইউনিট' প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমি হিসেবে যশোরে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে দু'টি এয়ার ডিফেন্স র‍্যাডার কুর্মিটোলায় স্থাপিত হয়। উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় এই ঘাঁটিতে পূর্ণোদ্যমে বিমান পরিচালনাসহ নানা কার্যক্রম শুরু করা হয়। পর্যায়ক্রমে এ ঘাঁটিতে ফাইটার স্কোয়াড্রন, বিমান বাহিনীর কেন্দ্রীয় ডিপো ও বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টারসহ বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ ও ওভারহলিং ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ ঘাঁটিটি গত ০৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে 'বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বর্তমানে এ ঘাঁটিটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধবিমান ঘাঁটি। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আকাশ প্রতিরক্ষা এবং শত্রু বিমান আক্রমণ প্রতিরোধে এ ঘাঁটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর এই ঘাঁটিটি ঢাকা তথা বাংলাদেশের আকাশ প্রতিরক্ষার মূল ঘাঁটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিচালনায় এই ঘাঁটি প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় অসামরিক প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে এই ঘাঁটির পারদর্শিতা বিভিন্ন সময়ে প্রশংসিত হয়েছে। এই ঘাঁটির ফাইটার স্কোয়াড্রনগুলি যুদ্ধবিমান পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের স্বাক্ষর রেখে চলেছে।

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, বিগত পাঁচ বছরে এই ঘাঁটি সফল উড্ডয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অপারেশনাল ফাইটার পাইলট তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যা আগামীতে বাংলার আকাশসীমা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবে।

এছাড়াও এই ঘাঁটিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ডিপো সফলতার সাথে বিমান বাহিনীর অপারেশনে সকল প্রকার সাপোর্ট প্রদান এবং দেশে-বিদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ বিতরণ ও জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত বিমান বাহিনীর ০৬টি কন্টিনজেন্টকে সফলতার সাথে লজিস্টিকস সাপোর্ট প্রদান করে আসছে। এই ঘাঁটিতে অবস্থিত ফাইটার স্কোয়াড্রনগুলির অপারেশনাল স্ট্যান্ডার্ড অত্যাধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের। আকাশযুদ্ধে সুসজ্জিত এই বঙ্গবন্ধু ঘাঁটি বাংলাদেশের আকাশসীমাকে শত্রুমুক্ত ও নিরাপদ রাখতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

একটি স্বাধীন জাতির আকাশসীমাকে নিরাপদ ও শত্রুমুক্ত রাখাই সে দেশের বিমান বাহিনীর মূল দায়িত্ব। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সামরিক কৌশলগত দিক, এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিধি ও সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি আধুনিক, শক্তিশালী ও পেশাদার বিমান বাহিনী গঠনের।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে ১৯৭৩ সালেই সে সময়ের অত্যাধুনিক MiG-21 যুদ্ধবিমানসহ পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার, এয়ার ডিফেন্স র‍্যাডার ইত্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে এদেশে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়।

পরবর্তীতে ২০০০ সালে আমরা বিমান বাহিনীতে ৪র্থ প্রজন্মের অত্যাধুনিক মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান, বড় পরিসরের সি-১৩০ পরিবহন বিমান এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আকাশ প্রতিরক্ষা র‍্যাডার সংযোজন করি। ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর আলোকে আমরা বিমান বাহিনীকে একটি আধুনিক এবং প্রতিরোধক ক্ষমতাসম্পন্ন বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

বিমান বাহিনীর প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

বাংলাদেশের অন্যতম গর্বিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একটি উচ্চতর কারিগরী বাহিনী যেখানে পেশাগত দক্ষতার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এ দক্ষতা একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে তেমনি সংগঠনের জন্যেও বয়ে আনে সুনাম ও মর্যাদা।

আপনাদের গড়ে উঠতে হবে একজন দক্ষ এবং আদর্শ বিমানসেনা হিসেবে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে সংগৃহীত বিমান, র‍্যাডার, যুদ্ধোপকরণের কার্যকর ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে আপনাদের হতে হবে অধিকতর যত্নবান। শুধু দেশে নয়, বিদেশের মাটিতেও আপনারা নিজস্ব দক্ষতার বিষয়ে থাকবেন যত্নবান।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী বিমান বাহিনী সদস্যবৃন্দ দেশ ও জাতির জন্য ইতোমধ্যে বয়ে এনেছেন গৌরব ও সম্মান। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাগণকে উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিমান বাহিনী একাডেমিতে 'বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স' এর নির্মাণ কাজ অতি দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলেছে। এ আধুনিকীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দেশ ও জাতির উন্নয়ন কর্মকান্ড আরও সক্রিয় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যবৃন্দ তাদের দক্ষতা, দেশপ্রেম ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির জন্য আরও অনেক সাফল্য বয়ে আনবে।

আমি আশা করি, স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আপনারা নিজেদের গড়ে তুলবেন এবং জনগণের আশা-আকাংখা পূরণে সর্বোতভাবে সক্ষম হবেন।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

আমাদের সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিরতিহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একটি উন্নত ও আধুনিক দেশের জন্য প্রয়োজনীয় গভীর সমুদ্রবন্দর, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমাদের আগে অতীতে অন্য কেউ অবকাঠামো খাতের এই যুগান্তকারী প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কথা ভাবেনি।

সকল ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করে আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতুর ৩৯ ভাগ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ধাপের ৮০ ভাগের বেশী কাজ শেষ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আমাদের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

প্রিয় সুধী,

পরিশেষে, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সর্বস্তরের সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অর্জন করায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আজকের এই সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান আয়োজনের সাথে যারা জড়িত ছিলেন, তাদের সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

আমি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং আপনাদের সবার সুন্দর ভবিষ্যত কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...